

নিখিল বেদাদি অধ্যয়নের মুখ্য ফলরূপে উদ্‌ঘোষণা করিয়া থাকেন—এ বিষয়ে অধিক বলবার কি আছে। এই শ্লোকটির তাৎপর্য এইরূপই বুঝিতে হইবে—এইপ্রকার অভিপ্রায়ে “বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরামখা” ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধোক্ত এবং “ভগবান ব্রহ্ম কাঞ্চের্ণ” ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্বে এইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করা হইল না। এইপ্রকার শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্তব্যতা পদ্মপুরাণে উক্ত বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্রে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—

সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্তব্য, কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রের নিখিল কর্তব্য-উপদেশ সতত শ্রীবিষ্ণুস্মরণরূপ কর্তব্য-বিধির অন্তর্গত কিঙ্কর। আবার শাস্ত্রের নিখিল নিষেধ অর্থাৎ অকর্তব্য-উপদেশ বিষ্ণু-বিস্মরণরূপ নিষেধ-বিধির অন্তর্গত কিঙ্কর। যেমন রাজার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে, রাজ-অন্তর্গত কিঙ্করগণের পৃথক্ মর্যাদা না করিলেও রাজার প্রসন্নতাতেই তদন্তর্গত কিঙ্করগণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি নিখিল কর্তব্য-বিধির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে তদন্তর্গত কিঙ্কর-স্থানীয় নিখিল কর্তব্য-বিধির স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা না করিলেও তাহার সকলেই প্রসন্ন থাকেন।

তেমনই আবার নিখিল অকর্তব্য-বিধির রাজস্থানীয় “শ্রীবিষ্ণুকে ভুলিও না”—এই অকর্তব্য-বিধির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অকর্তব্য-বিধির মর্যাদা না করিলেও তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। এই প্রমাণে অন্বয় ও বিধিমুখে শ্রীহরিভক্তিরই অবশ্যকর্তব্যতা উপদেশ করা হইয়াছে। তেমনি স্কন্দপুরাণে, প্রভাসখণ্ডে এবং লিঙ্গপুরাণেও অন্বয়মুখে শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই অবশ্যকর্তব্যতা উপদেশ আছে। যথা—সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং পুনঃ পুনর্ব্বার বিচার করিয়াও ইহাই সুসিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সর্বদা শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। এই শ্লোকটি অর্থাৎ “আলোভ্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃপুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা”—এই শ্লোকটি দুই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্পণ মন্ত্রটিতেও শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যথা—এইপ্রকারে বিদ্যা ও তপস্যার উদ্‌গমস্থান শ্রীবিষ্ণু। অথচ সেই শ্রীবিষ্ণু অযোনি বলিয়া সর্বশাস্ত্রে কীর্তিত। ব্রহ্মজ্ঞানীগণ যে শ্রীবিষ্ণুকে তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বারাধ্য জনার্দ্রন শ্রীবিষ্ণু আমার